ইত্তেফাক

তারিখ 07 DEC 1985 পৃষ্ঠা 7 কলাম 1

21

দেশ-পরিচিতি

ভুটান

ভুটান। রাজধানী থিম্পু। রাজতন্ত্র। রাজা জিগমে সিংগে ওয়াংচুক। ভাষা দোজোংখা (সরকারী), নেপালী, সারচোপখা,

খেংকা। ১৮ হাজার বর্গমাইল। জনসংখ্যা ১৩ লক্ষ ৮৬ হাজার। প্রতি বর্গমাইলে জনবসতি ৬৭। জাতিগত গ্রুপ: তিব্বতীয় ভুটিয়া

(৮র্থ পৃঃ দঃ)

পাকিস্তান

পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র। রাজধানী ইসলামাবাদ। প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক। ৩ লক্ষ ৭ হাজার ৩৭৪ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৯ কোটি ৪১ লক্ষ। প্রতি বর্গমাইলে ২৬২ জন। পাঞ্জাবী ৬৬ ভাগ, সিন্ধী ১৩ ভাগ, পশতু ৮ ভাগ, উর্দু ৭ ভাগ, বালুচি ৩ ভাগ। ভাষা উর্দু। ধর্ম ৯৭

ভাগ মুসলমান। শিক্ষিতের হার ২৩ ভাগ।

দক্ষিণ এশিয়ার পশ্চিম অংশে ইরান-আফগানিস্তান-চীন ভারত বেষ্টিত ভূভাগ। প্রশাসনিক ক্ষমতা সামরিক শাসনের নয়া ব্যবস্থায় প্রেসিডেন্টের হাতে ন্যস্ত। তিনি একটি সংসদ মনোনীত

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

ভারত

ভারত সাধারণতন্ত্র। রাজধানী নয়াদিল্লী। সংসদীয় গণতন্ত্র। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। ভাষা: ১৬টি। হিন্দী সরকারী ভাষা,

ইংরাজী সরকারী সংযুক্ত ভাষা। ১২ লক্ষ ৬৯ হাজার ৪২০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৭৩ কোটি ৫ লাখ ৭২ হাজার। জনবসতির

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

শ্রীলঙ্কা

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্র—শ্রীলঙ্কা। রাজধানী কলম্বো। প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস রিচার্ড জয়বর্ধন। ২৫ হাজার ৩৩২ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ১ কোটি

৫৩ লাখ। প্রতিবর্গমাইলে ৫৮১ জন। সিংহলী ৭৪ ভাগ, তামিল ১৮ ভাগ, মুর ৭ ভাগ। বৌদ্ধ ৬৯ ভাগ, হিন্দু ১৫ ভাগ, মুসলমান ৭ ভাগ, খৃষ্টান ৭ ভাগ। শিক্ষিতের হার ৮৪ ভাগ। রাষ্ট্র-

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

মালদ্বীপ

মালদ্বীপ সাধারণতন্ত্র। রাজধানী মালী। প্রজাতান্ত্রিক শাসন কাঠামো। রাষ্ট্রপ্রধান মামুন আবদুল গাইউম। ভাষা দিভেহী।

জাতিগত গোষ্ঠি সিংহলা, দ্রাবিড়, মিশ্র আরব। ধর্ম সুন্নী মুসলমান। ১১৫ বর্গমাইল। জনসংখ্যা ১ লক্ষ ৬৮ হাজার। প্রতিবর্গ মাইলে

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

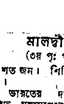

বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। রাজধানী ঢাকা। প্রেসিডেন্ট: লেঃ জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ। আয়তন: ৫৫ হাজার

৫৯৮ বর্গমাইল। জনসংখ্যা ৯ কোটি ৬৫ লক্ষ। প্রতি বর্গমাইলে ১৫৩০ জন। ৯৮ ভাগ বাঙ্গালী, বাদবাকী বিহারী ও উপজাতীয়। ভাষা: বাংলা। ধর্ম: মুসলমান ৮৬ ভাগ, হিন্দু ১৩ ভাগ। শিক্ষিতের হার ২৫ ভাগ।

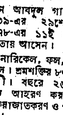

দক্ষিণ এশিয়ার বঙ্গোপসাগরে উত্তরবাঁকে অবস্থিত সাগর মেখলা গাঙ্গেয় বদ্বীপের সমতল ভূমিতে

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

নেপাল

নেপাল। রাজধানী কাঠমণ্ডু। বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র। রাজা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ দেব। ভাষা: রাষ্ট্রভাষা নেপলী।

জাতিগত গোষ্ঠী: ভারতীয় তিব্বতীয় ও মধ্য এশিয়ার আদিবাসীদের সমন্বয়ে এখানকার উপজাতির বিস্তার। ভাষা নেপালী। অন্য

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

ইত্তেফাক

07 DEC 1985 ... কলাম

ভুটান

(৩য় পৃঃ পর)

৬০ ভাগ, নেপালী ২৫ ভাগ, বাকী লেপচা ও ভারতীয়। ধর্ম— বৌদ্ধ ৭০ ভাগ, হিন্দু ২৫ ভাগ। শিক্ষিতের হার ৫ ভাগ।

হিমালয়ের পূর্বাঞ্চলে ভারতের সিকিম, চীন বেষ্টিত পর্বতসংকুল দেশে দুয়ার (তরাই) সমভূমিতে আছে গহীন অরণ্য। দক্ষিণে মৌসুমী বায়ুর বৃষ্টিপাত হয়। উঁচু ভূমিতে বৃষ্টিপাত কম। দিনে তাপ বেশী, রাতে হিম।

১৭টি জেলা সমন্বয়ে গঠিত দেশটিতে প্রশাসনিক অঞ্চল ৪টি। ষোড়শ শতাব্দীতে অঞ্চলটি তিব্বতীদের শাসনাধীনে আসে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বৃটিশ প্রভাব শেষে ১৯০৭-এ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১০-এর চুক্তিবলে দেশটি পরিণত হয় বৃটিশের করদরাজ্যে। ১৯৪৯-এ স্বাধীনতা লাভ করে। রাজা জিগমের জন্ম ১১ই নভেম্বর, ১৯৫৫। ১৯৭২-এর ২১শে জুলাই তিনি ক্ষমতায় আসেন। ১২০ জন নির্বাচিত প্রতিনিধিসহ ১৫০ সদস্যের জাতীয় সংসদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে রাজা দেশ চালান। বাকী ৩০ জন সদস্যের মধ্যে ২০ জন বেসামরিক প্রশাসন হইতে ও ১০ জন রাজতান্ত্রিক ধারায় মনোনীত।

ধান, ভুট্টা, গম, বার্লি, আলু, যব প্রধান শস্য। অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে আছে কাঠ। জনপ্রতি আবাদী জমি অর্ধ একর। জনসংখ্যার ৯৫ ভাগ কৃষক। শিল্প ও হস্তশিল্প দ্বিতীয় প্রধান জীবিকা। মুদ্রা গুলক্রম, সোয়া ১০ গুলক্রমে ১ ডলার। ভারতীয় মুদ্রাও দেশটির ভিতরে চলে। জাতীয় উৎপাদন ১২ কোটি ডলার। মাথাপিছু আয় ১০০ ডলার। আমদানী ২কোটি ডলার। বাণিজ্য শতকরা ৯৯ ভাগ ভারতের সাথে। বনজ সামগ্রী, ফলমূল, মশলা, ব্যাঙের ছাতা, কয়লা, সিমেন্ট, চুনাপাথর প্রধান রফতানী। সার, চা, সিগারেট, হার্ডওয়্যার, বৈদ্যুতিক ও স্যানিটারী সরঞ্জাম, প্রকৌশল সামগ্রী, চামড়াজাত দ্রব্য, রাসায়নিক ও ভেষজ প্রধান আমদানী।

ভারত

(৩য় পৃঃ পর)

ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ৫৭৮। জাতিগতগোষ্ঠি— আর্যভারতী ৭২, দ্রাবিড় ২৫, মঙ্গল-রেড্‌স ৩ ভাগ। ৮৩ ভাগ হিন্দু, ১১ ভাগ মুসলমান, ৩ ভাগ খৃষ্টান। শিক্ষিতের হার ৩৬।

দক্ষিণ এশিয়ার বেশীর ভাগ এলাকা জুড়িয়া আছে দেশটি। পাকিস্তান, চীন, নেপাল, ভুটান, বার্মা ও বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী প্রতিবেশী। হিমালয়ের মত পর্বত, কালাপাহাড়, বিন্ধ্যপর্বত-এর পাহাড়-অরণ্য সমতল-জলাভূমির বিপুল সমন্বয়। চারঋতুর দেশ ডিসেম্বর-মার্চ শীতকাল, এপ্রিল-মে গ্রীষ্মকাল, জুন-সেপ্টেম্বর বর্ষাকাল, অক্টোবর-নবেম্বর শরৎকাল। কোথায়ও মরুভূমির তাপ, কোথাও বরফ জমা হিম, কোথাও নাতিশীতোষ্ণ।

২২টি রাজ্যের সমন্বয়ে যুক্তরাষ্ট্রিয় পদ্ধতির ফেডারেল সাধারণতন্ত্র। লোকসভা ও রাজ্যসভা এই দুই সভার সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় সংসদ। মোগল ও ইংরাজ শাসনে কয়েকশত বৎসর শাসিত হওয়ার পর ১৯৪৭-এ দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে। প্রেসিডেন্ট জ্ঞানী জৈল সিং-এর জন্ম ১৯১৬-র ৫ই মে। ১৯৮২-র ১২ই জুলাই তিনি ক্ষমতায় আসেন। ১৯৮৪-র অক্টোবরে রাজীব গান্ধী ক্ষমতায় অধিষ্টিত হন।

ধান, গম, কফি, ইক্ষু, মশলা, চা, তুলা প্রধান শস্য। কয়লা, লৌহ, জিপসাম ও তেল খনিজ উৎপাদন। রাবার ও কাঠ বনজ সম্পদের অন্যতম। কৃষিপ্রধান দেশটি শিল্পায়নের পথে। বস্ত্র, ইস্পাত, খাদ্য, সিমেন্ট, কলকব্জা, সার, রাসায়নিক প্রধান শিল্প পণ্য। দেশটিতে মাংসের উৎপাদনের মধ্যে গোমাংস বছরে ২ লক্ষাধিক টন, ছাগল ভেড়া ৪ লক্ষ টন, শুয়র ৮০ হাজার টন।

মুদ্রা রুপী। পৌনে ১১ রুপীতে ১ লডার। আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ১৬৭০ কোটি ডলার। মাথাপিছু আয় ১৫০ ডলার। আমদানী ১৪৭ কোটি ডলার, রপ্তানী ৯৩ কোটি ডলার। আমদানী বাণিজ্যের ১২ ভাগ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে, রপ্তানি বাণিজ্যের ১৮ ভাগ সোভিয়েট ইউনিয়নের সাথে।

পাকিস্তান

(৩য় পৃঃ পর)

করেন। ১৯৭৮-এর ১৬ই সেপ্টেম্বর সাড়ে ৪ লক্ষ নিয়মিত সদস্যের সশস্ত্র বাহিনী প্রধান ক্ষমতায় আসেন।

মুদ্রা-রুপী। ১৩ দশমিক ৪০ রুপীতে ১ ডলার। আভ্যন্তরীণ মোট উৎপাদন ২৩২২ কোটি ডলার। মাথাপিছু আয় ৩০০ ডলার। অর্থনীতি মিশ্র প্রকৃতির। গম, তুলা, ইক্ষু, চাউল প্রধান কৃষি পণ্য। সুতা, বস্ত্র, সার, সিমেন্ট প্রধান শিল্পপণ্য। প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল, তামা, লবণ, চুনাপাথর প্রধান খনিজ। আকরিক তেল, ভারী যন্ত্রপাতি, যানবাহন, মেশিন টুলস, সার প্রধান আমদানী দ্রব্য। মাথাপিছু আবাদযোগ্য জমি অর্ধ একরের বেশী। নূতন শিল্প প্রসারে মাঝারি শিল্প ব্যাপক। আমদানী ৫৩৭ কোটি ডলার—সউদী আরব ১৫, জাপান ১২, যুক্তরাষ্ট্র ৯, কুয়েত ১০ ভাগ। রপ্তানি ২৩০ কোটি ডলার—চীন ৬ ভাগ,

মালদ্বীপ

(৩য় পৃঃ পর)

১১ শত জন। শিক্ষিতের হার ৩৬।

ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমে ভারত মহাসাগরে দ্বীপমালার এই দ্বীপদেশ। মৌসুমীবায়ুর উষ্ণ ও সমভাবাপন্ন আবহাওয়া। ডিসেম্বর হইতে মার্চ অবধি বৃষ্টিহীন শুষ্ককাল।

১৮৮৭ সন হইতে দেশটি ছিল বৃটেনের করদরাজ্য। ১৯৬৫ সনের ২৬শে জুলাই দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে। দীর্ঘদিন দেশটি ছিল সুলতান শাসিত। ১৯৬৮ সনে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়। নাগরিক মজলিশের মাধ্যমে ৫ বৎসরের জন্য মনোনীত রাষ্ট্রপতি দেশ শাসন করেন। রাষ্ট্রপতির একজন উপরাষ্ট্রপতিও সংসদে মনোনীত হয়। নাগরিক মজলিশ আইনসভা হিসাবে বছরে তিনবার অধিবেশনে বসে। মামুন আবদুল গাইয়ুমের জন্ম ১৯৩৯-এর ২৯শে ডিসেম্বর। ১৯৭৮-এর ১১ই নবেম্বর তিনি ক্ষমতায় আসেন।

নারিকেল, ফল, ভুট্টা প্রধান ফসল। শ্রমশক্তির ৮০ ভাগ মৎস্যজীবী। বছরে ২৬ হাজার টন মৎস্য আহরণ করা হয়। মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও পর্যটনই প্রধান শিল্প।

মুদ্রা রুপিয়া। ৭ রুপিয়া ১ ডলার। আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ২ কোটি ২০ লক্ষ ডলার। মাথাপিছু ১৫০ ডলার। আমদানী ২ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার। রপ্তানী ৫৮ লক্ষ ডলার। আমদানীর ২৫ ভাগ ভারত হইতে আসে, রপ্তানির ৪৪ ভাগ জাপানে যায়।

নেপাল

(৩য় পৃঃ পর)

১২টি ভাষা প্রচলিত। আয়তন ৫৬১৩৬ বর্গমাইল। জনসংখ্যা ১ কোটি ৬২ লক্ষ। প্রতিবর্গমাইলে ২৭০ জন। ধর্ম হিন্দু ৯০ ভাগ, বৌদ্ধ ৭ ভাগ। শিক্ষিতের হার ২০ ভাগ।

হিমালয়ের পাদদেশবর্তী দেশ। বছরের দীর্ঘ সময়ব্যাপী থাকে শীত। তেরাই অঞ্চলে মনোরম গ্রীষ্ম।

বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের দেশে রাজনৈতিক দলবিহীন পঞ্চায়েত পদ্ধতি জাতীয় পঞ্চায়েতে সদস্য সংখ্যা ১৪০। তন্মধ্যে ১১২ জন নির্বাচিত ও ২৮ জন রাজা মনোনীত। রাজা বীরেন্দ্রের জন্ম ১৯৪৫-এর ২৮শে ডিসেম্বর। ১৯৭২-এর ৩১শে জানুয়ারী হইতে ক্ষমতাসীন।

মুদ্রা রুপী। পৌনে ষোল রুপীতে ১ ডলার। পাট, ডাল, চাল প্রধান শস্য। শ্রমশক্তির ৯৩ ভাগ কৃষিজীবী। গরু, শুকর, ভেড়ার মাংসের উৎপাদন অর্ধলক্ষ টন। বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৮০ মিলিয়ন কিলোয়াট। মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ২০০ কোটি ডলার। মাথাপিছু আয় ১৪০ ডলার। আমদানী ৩৭ কোটি ডলার। রপ্তানি ১৪ কোটি ডলার। ভারতের রপ্তানি ১৪ ভাগ, ভারত হইতে আমদানী ২০ ভাগ। জাপান, জার্মানী বাণিজ্যে শরীক। আমদানী সামগ্রীর মধ্যে আছে কাপড়, সিগারেট, পেট্রোল, কেরোসিন, যন্ত্রপাতি, ঔষধ, কাগজ, ইস্পাত ও চা।

বাংলাদেশ

(৩য় পৃঃ পর)

এ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১-এ। সংসদীয় গণতন্ত্র ও প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির শাসনের দুইটি পর্যায়ের পর এখন সামরিক শাসন। সশস্ত্র বাহিনীতে নিয়মিত ৭৬ হাজার, আধা-সামরিক বাহিনীতে ৬৬ হাজার সদস্য।

মৌসুমী আবহাওয়ার ষড়ঋতুর দেশে ৭৪ ভাগ জনশক্তি কৃষিজীবী। পাট, চাল প্রধান কৃষি উৎপন্ন। সিমেন্ট, বস্ত্র, চা, পাট, সার, পেট্রোলিয়াম সামগ্রী প্রধান শিল্প। প্রাকৃতিক গ্যাস, চুনাপাথর প্রধান খনিজ সম্পদ।

মুদ্রা টাকা। ২৮ টাকায় ১ ডলার। মোট উৎপাদন ১০৫০ কোটি ডলার। মাথাপিছু আয় ১০৫ ডলার। বিদ্যুৎ উৎপাদন ২৯০ কোটি কিলোওয়াট। রপ্তানী ৭৫ কোটি ডলার। আমদানী ২৪২ কোটি ডলার। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, সিঙ্গাপুর ও পাকিস্তান বাণিজ্য শরীক।

শ্রীলঙ্কা

(৩য় পৃঃ পর)

ভাষা সিনহালা। তামিল ও ইংরেজী গৌণ ভাষা।

প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকার পদ্ধতিতে প্রেসিডেন্ট আইন বিষয়ক ক্ষমতারও উৎস। জুলিয়াস রিচার্ড জয়বর্ধনের জন্ম ১৯০৬-এর ১৭ সেপ্টেম্বর। ১৯৭৮-এর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী হইতে তিনি ক্ষমতাসীন।

শ্রমশক্তির ৪৬ ভাগ কৃষিজীবী, ২৯ ভাগ শিল্প ও কারবারে, ১৯ ভাগ চাকুরীতে নিয়োজিত। চা-নারিকেল-চাউল প্রধান কৃষিজ পণ্য। প্লাইউড, কাগজ, রাসায়নিক বস্ত্র শিল্পপণ্য। গ্রাফাইট, চুনাপাথর, রত্ন ও ফসফেট খনিজ উৎপাদন। মাথাপিছু আয় ৩২০ ডলার। আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ২০০ কোটি ডলার। আমদানী